

চতুর্দশ অধ্যায়

ব্রহ্মাণ্ডের ব্যবস্থাপনার পদ্ধতি

এই অধ্যায়ে ভগবান কর্তৃক মনুকে প্রদত্ত কর্তব্যের বর্ণনা করা হয়েছে। সমস্ত মনু, তাঁদের পুত্রগণ, ঋষিগণ, দেবতাগণ এবং ইন্দ্রগণ ভগবানের বিভিন্ন অবতারদের নির্দেশ অনুসারে কার্য করেন। সত্য, দ্বাপর, ত্রেতা এবং কলিযুগ সমন্বিত প্রতিটি যুগের শেষে ঋষিগণ ভগবানের আদেশ অনুসারে বৈদিক জ্ঞান বিতরণ করে, সনাতন ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। মনুর কর্তব্য হচ্ছে ধর্ম সংস্থাপন করা। মনুর পুত্রেরা মনুর আদেশ পালন করেন, এবং এইভাবে মনু ও তাঁর বংশধরদের দ্বারা সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড পালিত হয়। ইন্দ্রগণ স্বর্গলোকের বিভিন্ন শাসক। দেবতাদের সহায়তায় তাঁরা ত্রিভুবন শাসন করেন। বিভিন্ন যুগে ভগবানও অবতরণ করেন। তিনি সনক, সনাতন, যাজ্ঞবল্ক্য, দত্তাত্রেয় প্রভৃতি রূপে আবির্ভূত হয়ে আধ্যাত্মিক জ্ঞান, কর্তব্য কর্ম, যোগ ইত্যাদির উপদেশ দেন। মরীচি আদি রূপে তিনি প্রজাসৃষ্টি করেন। রাজারূপে তিনি দুর্বৃত্তদের দণ্ডদান করেন; এবং কালরূপে তিনি সৃষ্টি বিনাশ করেন। কেউ তর্ক উত্থাপন করতে পারে, “যদি পরম শক্তিমান ভগবান তাঁর ইচ্ছার দ্বারাই সব কিছু করতে পারেন, তা হলে কেন তিনি এই ব্যবস্থাপনার জন্য এত সমস্ত ব্যক্তিদের আয়োজন করেছেন?” কিভাবে এবং কেন তিনি তা করেন, তা মায়ামুগ্ধ জীবদের পক্ষে হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব নয়।

শ্লোক ১

শ্রীরাজোবাচ

মম্বন্তরেষু ভগবন্ যথা মম্বাদয়স্ত্বিমে ।

যস্মিন্ কর্মণি যে যেন নিযুক্তাস্তদ্বদস্ব মে ॥ ১ ॥

শ্রী-রাজা উবাচ—মহারাজ পরীক্ষিৎ বললেন; মম্বন্তরেষু—প্রতি মম্বন্তরে; ভগবন্—হে মহর্ষি; যথা—যেমন; মনু-আদয়ঃ—মনু আদি; তু—কিন্তু; ইমে—এই সমস্ত; যস্মিন্—যাতে; কর্মণি—কার্যকলাপ; যে—যে ব্যক্তি; যেন—যাঁর দ্বারা; নিযুক্তাঃ—নিযুক্ত; তৎ—তা; বদস্ব—দয়া করে বলুন; মে—আমাকে।

অনুবাদ

মহারাজ পরীক্ষিৎ বললেন—হে ভগবন্, হে শুকদেব গোস্বামী, প্রতি মন্বন্তরে মনু আদি যাঁর দ্বারা যে যে কর্মে যেভাবে নিযুক্ত হন, তা আমাকে বলুন।

শ্লোক ২

শ্রীঋষিরুবাচ

মনবো মনুপুত্রাশ্চ মুনয়শ্চ মহীপতে ।

ইন্দ্রাঃ সুরগণাশ্চৈব সর্বে পুরুষশাসনাঃ ॥ ২ ॥

শ্রী-ঋষিঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; মনবঃ—সমস্ত মনুগণ; মনু-পুত্রাঃ—মনুর পুত্রগণ; চ—এবং; মুনয়ঃ—মহান ঋষিগণ; চ—এবং; মহী-পতে—হে রাজন্; ইন্দ্রাঃ—সমস্ত ইন্দ্রগণ; সুর-গণাঃ—দেবতাগণ; চ—এবং; এব—নিশ্চিতভাবে; সর্বে—তাঁরা সকলে; পুরুষ-শাসনাঃ—পরম পুরুষের শাসনাধীন।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে রাজন্, সমস্ত মনুগণ, মনুপুত্রগণ, মুনিগণ, ইন্দ্রগণ এবং সমস্ত দেবতারা এই পরম পুরুষ ভগবানের যজ্ঞ প্রভৃতি অবতারদের দ্বারা নিয়োজিত হন।

শ্লোক ৩

যজ্ঞাদয়ো যাঃ কথিতাঃ পৌরুষ্যস্তনবো নৃপ ।

মম্বাদয়ো জগদযাত্রাং নয়ন্ত্যাভিঃ প্রচোদিতাঃ ॥ ৩ ॥

যজ্ঞ-আদয়ঃ—যজ্ঞ আদি ভগবানের অবতারগণ; যাঃ—যাঁরা; কথিতাঃ—ইতিপূর্বে বলা হয়েছে; পৌরুষ্যঃ—পরম পুরুষের; তনবঃ—অবতার; নৃপ—হে রাজন্; মনু-আদয়ঃ—মনু ইত্যাদি; জগৎ-যাত্রাম্—জগতের কার্য; নয়ন্তি—নির্বাহ করেন; আভিঃ—অবতারদের দ্বারা; প্রচোদিতাঃ—অনুপ্রাণিত হয়ে।

অনুবাদ

হে রাজন্, আমি পূর্বেই যজ্ঞ আদি ভগবানের বিভিন্ন অবতারদের বর্ণনা করেছি। মনু এবং অন্যেরা এই অবতারদের দ্বারা মনোনীত হয়ে, তাঁদের নির্দেশনায় ব্রহ্মাণ্ডের কার্যকলাপ পরিচালনা করেন।

তাৎপর্য

মনুগণ ভগবান এবং তাঁর বিবিধ অবতারদের নির্দেশ পালন করেন।

শ্লোক ৪

চতুৰ্যুগান্তে কালেন গ্রস্তাষ্টিগণান্ যথা ।

তপসা ঋষয়োহপশ্যন্ যতো ধর্মঃ সনাতনঃ ॥ ৪ ॥

চতুঃযুগ-অন্তে—প্রতি চতুৰ্যুগের (সত্য, দ্বাপর, ত্রেতা এবং কলি) অন্তে; কালেন—কালক্রমে; গ্রস্তান্—লুপ্ত; ঋতিগণান্—বৈদিক উপদেশ; যথা—যেমন; তপসা—তপস্যার দ্বারা; ঋষয়ঃ—মহর্ষিগণ; অপশ্যন্—অপব্যবহার দর্শন করে; যতঃ—যেখান থেকে; ধর্মঃ—ধর্ম; সনাতনঃ—সনাতন।

অনুবাদ

প্রতি চতুৰ্যুগের অন্তে মহান ঋষিগণ কালক্রমে সনাতন ধর্ম লুপ্তপ্রায় হতে দেখে ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে ধর্মঃ এবং সনাতনঃ শব্দ দুটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সনাতন ধর্মের অর্থ হচ্ছে জীবের নিত্যধর্ম। সত্যযুগ থেকে কলিযুগ পর্যন্ত ক্রমশ ধর্মের অবক্ষয় হয়। সত্যযুগে ধর্ম পূর্ণরূপে পালন করা হত। ত্রেতাযুগে কিন্তু ধর্ম ক্রিয়দংশে উপেক্ষিত হয়, এবং ধর্মের তিন-চতুর্থাংশ বর্তমান থাকে। দ্বাপর যুগে ধর্মের কেবল অর্ধাংশ বর্তমান থাকে, এবং কলিযুগে ধর্মের এক-চতুর্থাংশ বর্তমান থাকে, এবং তা-ও ক্রমশ ক্ষয় প্রাপ্ত হতে থাকে। কলিযুগের শেষে ধর্ম প্রায় লুপ্ত হয়ে যাবে। প্রকৃতপক্ষে কলিযুগের মাত্র পাঁচ হাজার বছর অতিক্রান্ত হয়েছে, কিন্তু তা হলেও প্রবলভাবে সনাতন ধর্মের অবক্ষয় হয়ে গেছে। তাই সাধু ব্যক্তিদের কর্তব্য, নিষ্ঠা সহকারে সনাতন ধর্ম অবলম্বন করে, সমগ্র মানব-সমাজের জন্য তার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করা। এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন সেই আদর্শের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। সেই সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে (১২/৩/৫১) বলা হয়েছে—

কলেদৌষনিধে রাজন্নস্তি হোকো মহান্ ওণঃ ।

কীর্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ ॥

এই কলিযুগ দোষে পূর্ণ। এটি একটি অন্তহীন দোষের সমুদ্রের মতো। কিন্তু কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন অত্যন্ত প্রামাণিক। তাই পাঁচশ বছর আগে শ্রীচৈতন্য

মহাপ্রভু যে সংকীর্তন বা কৃষ্ণকীর্তন আন্দোলনের প্রবর্তন করে গেছেন, আমরা সেই আন্দোলন তাঁরই আদেশে সারা পৃথিবী জুড়ে প্রচার করার চেষ্টা করছি। এখন, এই আন্দোলনে যাঁরা যোগদান করেছেন, তাঁরা যদি নিষ্ঠা সহকারে বিধি-নিষেধগুলি অনুসরণ করে সমগ্র মানব-সমাজের মঙ্গলের জন্য এই আন্দোলন প্রচার করেন, তা হলে এই যুগে পুনরায় মানব-সমাজের প্রকৃত ধর্ম অর্থাৎ সনাতন ধর্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা হবে। মানুষের নিত্য ধর্ম হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করা। জীবের 'স্বরূপ' হয়—কৃষ্ণের 'নিত্যদাস'। সেটিই সনাতন ধর্মের তাৎপর্য। সনাতন শব্দটির অর্থ হচ্ছে নিত্য, তাই সনাতন ধর্ম বলতে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নিত্য দাসত্ব বরণ করা বোঝায়। জীবের নিত্য ধর্ম হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করা। সেটিই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের সারমর্ম।

শ্লোক ৫

ততো ধর্মং চতুষ্পাদং মনবো হরিণোদিতাঃ ।

যুক্তাঃ সঞ্চারয়ন্ত্যদ্ধা স্বে স্বে কালে মহীং নৃপ ॥ ৫ ॥

ততঃ—তারপর (কলিযুগের শেষে); ধর্মম্—ধর্ম; চতুঃপাদম্—চতুষ্পাদ; মনবঃ—সমস্ত মনুগণ; হরিণা—ভগবানের দ্বারা; উদিতাঃ—উপদিষ্ট হয়ে; যুক্তাঃ—যুক্ত হয়ে; সঞ্চারয়ন্তি—পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়; অদ্ধা—প্রত্যক্ষভাবে; স্বে স্বে—তাদের নিজের নিজের; কালে—কালে; মহীম্—এই জগতে; নৃপ—হে রাজন্।

অনুবাদ

হে রাজন্, তারপর মনুগণ ভগবানের নির্দেশ অনুসারে পূর্ণরূপে নিযুক্ত হয়ে চতুষ্পাদ ধর্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন।

তাৎপর্য

কিভাবে ধর্মের চারটি অংশ পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠা করা যায় তা ভগবদ্গীতায় বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ভগবদ্গীতায় (৪/১) ভগবান বলেছেন—

ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্ ।

বিবস্বান্মনবে প্রাহ মনুরিক্ষাকবেহব্রবীৎ ॥

“পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—আমি পূর্বে সূর্যদেব বিবস্বানকে এই অব্যয় নিষ্কাম কর্মসাধ্য জ্ঞানযোগ বলেছিলাম। সূর্য তা মানবজাতির জনক মনুকে বলেন

এবং মনু তা ইক্ষ্বাকুকে বলেছিলেন।” এটিই হচ্ছে গুরুপরম্পরার পন্থা। এই পন্থা অনুসরণ করে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন সারা পৃথিবী জুড়ে ভগবদ্গীতার তত্ত্ব যথাযথভাবে শিক্ষা দান করছে। এই যুগের ভাগ্যবান ব্যক্তির যদি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ গ্রহণ করেন, তা হলে তাঁরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এই সংকীর্তন আন্দোলনে অবশ্যই সুখী হতে পারবেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু চেয়েছিলেন যে সকলেই, বিশেষ করে ভারতবর্ষের মানুষেরা যেন এই বাণীর প্রচারক হন। অর্থাৎ, গুরু হয়ে ভগবানের উপদেশ সারা পৃথিবী জুড়ে প্রচার করে, তাঁরা যেন মানব-সমাজে শান্তি এবং সমৃদ্ধির প্রতিষ্ঠা করেন।

শ্লোক ৬

পালয়ন্তি প্রজাপালা যাবদন্তং বিভাগশঃ ।

যজ্ঞভাগভূজো দেবা যে চ তত্রাষিতাশ্চ তৈঃ ॥ ৬ ॥

পালয়ন্তি—আদেশ পালন করে; প্রজা-পালাঃ—প্রজাপালক মনুর পুত্র এবং পৌত্রগণ; যাবৎ অন্তম্—মহন্তরের শেষ পর্যন্ত; বিভাগশঃ—বিভাগে; যজ্ঞভাগ-ভূজঃ—যজ্ঞফল ভোজী; দেবাঃ—দেবতাগণ; যে—অন্যেরা; চ—ও; তত্রা-অধিতাঃ—সেই কর্মে যুক্ত; চ—ও; তৈঃ—তাঁদের সঙ্গে।

অনুবাদ

যজ্ঞের ফল ভোগ করার জন্য প্রজাপালকগণ অর্থাৎ মনুর পুত্র এবং পৌত্রেরা মহন্তরের অবসান পর্যন্ত ভগবানের নির্দেশ পালন করেন। দেবতারাও সেই সমস্ত যজ্ঞের ভাগ প্রাপ্ত হন।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৪/২) উল্লেখ করা হয়েছে—

এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ ।

“রাজর্ষিগণ এইভাবে পরম্পরার ধারায় এই পরম বিজ্ঞান লাভ করেছিলেন।” এই পরম্পরা মনু থেকে ইক্ষ্বাকু এবং ইক্ষ্বাকু থেকে তাঁর পুত্র ও পৌত্রগণের মাধ্যমে প্রবাহিত হয়েছিল। এই জগতের শাসকগণ পরম্পরার ধারায় ভগবানের আদেশ পালন করেন। যে ব্যক্তি শান্তিপূর্ণ জীবন লাভে আগ্রহী, তাঁকে অবশ্যই এই

পরম্পরার ধারা অবলম্বন করে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতে হয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পরম্পরায় গোড়ীয় বৈষ্ণবরূপে আমরা সারা পৃথিবী জুড়ে সংকীৰ্তন যজ্ঞ অনুষ্ঠান করছি (যজ্ঞৈঃ সংকীৰ্তনপ্রায়ৈর্যজ্ঞস্তি হি সুমেধসঃ)। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই কলিযুগে অবতীর্ণ স্বয়ং ভগবান, এবং এই সংকীৰ্তন আন্দোলন যদি প্রবলবেগে সারা পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে, তা হলে তিনি অনায়াসে সন্তুষ্ট হবেন। তার ফলে সকলে যে সুখী হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

শ্লোক ৭

ইন্দ্রো ভগবতা দত্তাং ত্রৈলোক্যশ্রিয়মূর্জিতাম্ ।

ভুঞ্জানঃ পাতি লোকাংস্ত্রীন্ কামং লোকে প্রবৰ্ষতি ॥ ৭ ॥

ইন্দ্রঃ—স্বর্গের রাজা; ভগবতা—ভগবানের দ্বারা; দত্তাম্—প্রদত্ত; ত্রৈলোক্য—ত্রিলোকের; শ্রিয়ম্ উর্জিতাম্—মহা ঐশ্বর্য; ভুঞ্জানঃ—ভোগ করে; পাতি—পালন করেন; লোকান্—সমস্ত গ্রহলোক; ত্রীন্—ত্রিভুবনে; কামম্—যতটুকু প্রয়োজন; লোকে—এই জগতে; প্রবৰ্ষতি—বারি বর্ষণ করেন।

অনুবাদ

দেবরাজ ইন্দ্র ভগবানের আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয়ে এবং তার ফলে অসীম ঐশ্বর্য ভোগ করে সমস্ত লোকে যথেষ্ট বারি বর্ষণ করেন, এবং ত্রিভুবনের সমস্ত জীবদের পালন করেন।

শ্লোক ৮

জ্ঞানং চানুযুগং ব্রূতে হরিঃ সিদ্ধস্বরূপধৃক্ ।

ঋষিরূপধরঃ কর্ম যোগং যোগেশ্বরূপধৃক্ ॥ ৮ ॥

জ্ঞানম্—দিব্যজ্ঞান; চ—এবং; অনুযুগম্—যুগ অনুসারে; ব্রূতে—বিশ্লেষণ করেন; হরিঃ—ভগবান শ্রীহরি; সিদ্ধস্বরূপধৃক্—সনক-সনাতন আদি মুক্ত পুরুষের রূপ ধারণ করে; ঋষিরূপধরঃ—যাজ্ঞবল্ক্য আদি ঋষিদের রূপ ধারণ করে; কর্ম—কর্ম; যোগম্—যোগ; যোগেশ্বরূপধৃক্—দত্তাত্রেয় আদি মহাযোগীর রূপ ধারণ করে।

অনুবাদ

প্রতিটি যুগে ভগবান শ্রীহরি সনকাদি সিদ্ধদের রূপ ধারণ করে দিব্যজ্ঞান প্রদান করেন, যাজ্ঞবল্ক্য আদি ঋষিরূপ ধারণ করে কর্মের শিক্ষা দেন এবং দত্তাত্রেয় আদি মহাযোগীর রূপ ধারণ করে যোগ শিক্ষা দেন।

তাৎপর্য

মানব-সমাজের কল্যাণের জন্য ভগবান কেবল মনুরূপেই অবতরণ করে যথাযথভাবে ব্রহ্মাণ্ড শাসন করেন না, তিনি শিক্ষক, যোগী, জ্ঞানী প্রভৃতি রূপও ধারণ করেন। তাই মানব-সমাজের কর্তব্য হচ্ছে ভগবানের প্রদর্শিত পথই অবলম্বন করা। বর্তমান যুগে সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রের সারাতিসার ভগবদ্গীতায় পাওয়া যায়, যা ভগবান স্বয়ং শিক্ষা দিয়ে গেছেন। সেই ভগবানই আবার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে আবির্ভূত হয়ে স্বয়ং আচরণ করার মাধ্যমে ভগবদ্গীতার সেই শিক্ষা সারা পৃথিবী জুড়ে প্রচার করেছেন। অর্থাৎ, ভগবান শ্রীহরি মানব-সমাজের প্রতি এতই কৃপাপরায়ণ যে, তিনি পতিত জীবদের ভগবদ্ধামে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সর্বদাই উৎকণ্ঠিত থাকেন।

শ্লোক ৯

সর্গং প্রজেশরূপেণ দস্যন্ হন্যাৎ স্বরাট্‌বপুঃ ।

কালরূপেণ সর্বেষামভাবায় পৃথগ্‌গুণঃ ॥ ৯ ॥

সর্গম্—প্রজাসৃষ্টি; প্রজা-ঈশ-রূপেণ—মরীচি আদি প্রজাপতিরূপে; দস্যন্—দস্যু-তস্করদের; হন্যাৎ—সংহার করার জন্য; স্বরাট্‌বপুঃ—রাজারূপে; কাল-রূপেণ—কালরূপে; সর্বেষাম্—সব কিছুর; অভাবায়—সংহারের জন্য; পৃথক্—ভিন্ন; গুণঃ—গুণ সমন্বিত।

অনুবাদ

প্রজাপতি মরীচিরূপে ভগবান প্রজাসৃষ্টি করেন; রাজারূপে তিনি দস্যু-তস্করদের বধ করেন, এবং কালরূপে তিনি সব কিছু সংহার করেন। জড় জগতের সমস্ত গুণ ভগবানেরই গুণ বলে বুঝতে হবে।

শ্লোক ১০

জুয়মানো জনৈরেভির্মায়য়া নামরূপয়া ।

বিমোহিতাত্মভিনানাদর্শনৈর্ন চ দৃশ্যতে ॥ ১০ ॥

জুয়মানঃ—অন্বেষণ করে; জনৈঃ—জনসাধারণ; এভিঃ—তাদের সকলের দ্বারা; মায়য়া—মায়ার বশীভূত; নাম-রূপয়া—বিভিন্ন নাম এবং রূপ সমন্বিত; বিমোহিত—মোহাচ্ছন্ন; আত্মভিঃ—ভ্রমের দ্বারা; নানা—বিবিধ; দর্শনৈঃ—দার্শনিক বিচারের দ্বারা; ন—না; চ—এবং; দৃশ্যতে—ভগবানকে দেখতে পায়।

অনুবাদ

মায়ার দ্বারা বিমোহিত হয়ে জনসাধারণ বিভিন্ন প্রকার গবেষণা এবং দার্শনিক জল্পনা-কল্পনার দ্বারা ভগবৎ-তত্ত্ব নিরূপণ করার চেষ্টা করে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা ভগবানকে দেখতে পায় না।

তাৎপর্য

এই ভড় জগতে সৃষ্টি, স্থিতি এবং সংহারের জন্য যে সমস্ত ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া হয়, তা সবই প্রকৃতপক্ষে ভগবানের দ্বারা সংঘটিত হয়। বিভিন্ন দার্শনিকেরা বিভিন্ন নামে এবং বিভিন্নরূপে সেই পরম কারণকে অন্বেষণ করার চেষ্টা করছে, কিন্তু তারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে খুঁজে পায় না, যিনি ভগবদ্গীতায় বিশ্লেষণ করেছেন যে, তিনিই হচ্ছেন সর্ব-কারণের পরম কারণ (অহং সর্বস্য প্রভবঃ)। তাদের এই অক্ষমতার কারণ হচ্ছে ভগবানের মায়া। ভক্তেরা তাই ভগবানকে, তিনি ঠিক যেমন, তেমনভাবেই গ্রহণ করেন, এবং তাঁর মহিমা কীর্তন করে পরম আনন্দে মগ্ন থাকেন।

শ্লোক ১১

এতৎ কল্পবিকল্পস্য প্রমাণং পরিকীর্তিতম্ ।

যত্র মন্বন্তরাণ্যাহ্‌শ্চতুর্দশ পুরাবিদঃ ॥ ১১ ॥

এতৎ—এই সমস্ত; কল্প—ব্রহ্মার একদিন; বিকল্পস্য—কল্পের মধ্যে পরিবর্তন, যেমন মনুদের পরিবর্তন; প্রমাণম্—প্রমাণ; পরিকীর্তিতম্—(আমার দ্বারা) বর্ণিত হয়েছে; যত্র—যেখানে; মন্বন্তরাণি—মন্বন্তর; আহ্‌ঃ—বলা হয়েছে; চতুর্দশ—চোদ্দ; পুরাবিদঃ—তত্ত্বজ্ঞানী।

অনুবাদ

এক কল্পে বা ব্রহ্মার একদিনে বহু পরিবর্তন হয়, যেগুলিকে বলা হয় বিকল্প।
হে রাজন্, সেগুলি আমি আপনার কাছে পূর্বেই বর্ণনা করেছি। ত্রিকালদর্শী
তত্ত্বজ্ঞানীদের মতে ব্রহ্মার একদিনে চোদ্দজন মনুর আবির্ভাব হয়।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টম স্কন্ধের 'ব্রহ্মাণ্ডের ব্যবস্থাপনার পদ্ধতি' নামক চতুর্দশ
অধ্যায়ের ভক্তিবাদান্ত তাৎপর্য।